কনসেপ্ট অ্যাডভার্টাইজিং
অ্যাডভার্টাইজিং অ্যান্ড ডিজাইন
৪৫, মিনি মার্কেট
মাচানলতা, বাঁকুড়া
ফোন: ৯৭৩৫৮ ০১২৫৬

বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত নিরপেক্ষ পাক্ষিক সংবাদপত্র

রাঢ় আলাপন

অলঙ্কারের দুনিয়ায় একমাত্র ভরসা
শোভা জুয়েলার্স
চকবাজার গলি (স্টল নং-৫), বাঁকুড়া
ফোন: ৯৪৩৪১ ৩৪৭৩৪

Website: www.aalaapan.in email: aalaapan123@gmail.com RNI No.: WBBEN/2004/14957

● বর্ষ ১২ ● ● সংখ্যা ২২ ● ● ১০ জুন ২০১৫ ● ● মূল্য ২.০০ টাকা ●

হাইকোর্টের রায়ে পরিষদীয় সচিবের পদ ছাড়তে হচ্ছে শুভাশিস, অরূপকে

আলাপন প্রতিনিধি: আর পরিষদীয় সচিব থাকতে পারছেন না অরূপ খাঁ ও শুভাশিস বটব্যাল। হাইকোর্টের রায়ে এই পদ খারিজ হয়ে যাচ্ছে।

দু'বছর আগে বিধানসভায় বিশেষ আইন করে পরিষদীয় সচিবের পদ তৈরি করেছিল রাজ্য সরকার। বিভিন্ন দপ্তরে কাজের সুবিধার জন্য, মন্ত্রী ও দপ্তরের কাজের সমন্বয়ের জন্য এই পদ তৈরি করা হয়। পদমর্যাদায় পরিষদীয় সচিবের পদ ছিল রাষ্ট্রমন্ত্রীর সমতূল্য।

মন্ত্রীদের মতোই আলাদা নীল বাতির গাড়ি, ভাতা, ব্যক্তিগত সচিব, দপ্তরের ব্যবস্থা ছিল। প্রথম দফায় শপথ নিয়েছিলেন ১৩ জন। দ্বিতীয় দফায় ছিলেন আরও ১৩ জন। একটি জনস্বার্থ মামলায় হাইকোর্ট রায় দিয়েছে, পরিষদীয় সচিব নিয়োগের যে আইন বিধানসভায় তৈরি হয়েছে, তা অসাংবিধানিক। হাইকোর্টের রায়ে সবারই নিয়োগ খারিজ হয়ে যায়।

বাঁকুড়া থেকে পরিষদীয় সচিব ছিলেন দুজন। প্রথম দফায় পরিষদীয় সচিব হন তৃণমূলের জেলা সভাপতি ও ওন্দার বিধায়ক অরূপ খাঁ। দ্বিতীয় দফায় শপথ নেন ছাতনার বিধায়ক শুভাশিস বটব্যাল। অরূপকে দেওয়া হয় কৃষি বিপণন দপ্তর। শুভাশিসের জন্য বরাদ্দ ছিল কৃষি দপ্তর।

পরিবর্তনের সরকারে এই জেলা থেকে একজনকেই মন্ত্রী করা হয়েছিল। তিনি বিষ্ণুপুরের শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তাই আরও দুজন বিধায়ককে পরিষদীয় সচিবের মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল। অধিকাংশ পরিষদীয় সচিব নিজেদের দপ্তরের কাজকর্ম বুঝতেন না, এমন অভিযোগ শোনা যায়। ব্যতিক্রম শুভাশিস। তিনি কৃষি অর্থনীতির ছাত্র। কৃষি সংক্রান্ত বেশ কিছু গঠনমূলক কাজ করেছেন জেলার নানা প্রান্তে। কৃষি মহাবিদ্যালয় থেকে কিশান মাক্সি র উদ্যোগ, সেচের ব্যবস্থা থেকে বাঁকুড়ার রুক্ষ মাটিতে বিভিন্ন বিকল্প চাষের উদ্যোগ বেশ ফলপ্রসূও হয়েছিল।

পরবর্তী অংশ পঞ্চম পাতায়

অবশেষে ডি এম বদল হাফ ছেড়ে বাঁচল বাঁকুড়া

চন্দ্রনাথ মিত্র, *বাঁকুড়া*

দু'দশকেরও আগে, এই জেলার জেলাশাসক ছিলেন রীনা বেঙ্কটরামন। এখনও তাঁর কথা মনে রেখেছে বাঁকুড়ার মানুষ। তাঁর কিছুদিন পরে, ডি এম হয়ে এসেছিলেন আরেক মহিলা, রিনচেন টেম্পো। অনেক অপ্রিয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তবু, তাঁর কথাও কৃতজ্ঞচিত্তে মনে রেখেছে বাঁকুড়া। তাঁদের বিদায়বেলায় বিষণ্ণ থেকেছে বাঁকুড়া।

কিন্তু বিজয় ভারতীর বিদায়বেলায় বরং স্বস্তির নিশ্বাস ফেলছে বাঁকুড়া। দীর্ঘদিন জেলার দায়িত্বে ছিলেন বিজয় ভারতী। এবার তাঁকে বদলি করা হল নদীয়ার জেলাশাসক হিসেবে। নতুন জেলাশাসক হিসেবে যোগ দিচ্ছেন মৌমিতা গোদালা। তিনি ছিলেন শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের সচিব। বাঁকুড়া জেলা অবশ্য তাঁর কাছে অপরিচিত নয়। কারণ, আগে তিনি বাঁকুড়ার এ ডি এম হিসেবে কাজ করেছেন।

ডি এম বিজয় ভারতী আর এস পি মুকেশ কুমার, এই দুজনের জুটিকে জগাই-মাধাই বলতেন বাঁকুড়ার মানুষ। কী কী মহৎ গুণ থাকলে, এমন আখ্যা পাওয়া যায়, তা ভেঙে না বললেও চলে। এস পি মাস তিনেক আগেই বদলি হয়েছেন বীরভূমে। এবার গেলেন ডি এম।

বিরোধীদের অভিযোগ, বিদায়ী জেলাশাসক নির্লজ্জভাবে শাসক দলের চাটুকারিতা করে গেছেন। তাঁর নির্দেশেই কার্যত নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে বিভিন্ন থানা। তাঁর চোখের সামনেই একের পর এক কার্যকলাপ হয়েছে। বারবার অভিযোগ জানিয়েও কোনও ফল হয়নি। তাঁর জীবনযাপন নিয়েও ছিল নানা প্রশ্ন।

পরবর্তী অংশ পঞ্চম পাতায়

◆ রাজনীতি
◆ খেলা
◆ সিনেমা
◆ ভ্রমণ
◆ সাহিত্য
◆ জেলা
◆ স্পেশাল ফিচার

বেঙ্গল টাইমস
সময়ের থেকে এগিয়ে
বাংলা ভাষার সেরা ওয়েব পোর্টাল
bengaltimes.in
আরও নানা আকর্ষণীয় বিভাগ।
সব বিষয়ে টাটকা খবর, বিশ্লেষণ। প্রতিমুহূর্তে আপডেট। কালকের কাগজে যা যা থাকবে, তা আজকেই পড়ে নিন। বাকিরা কাল যা যা জানবে, আপনি আজকেই জেনে নিন। সময়ের থেকে এগিয়ে থাকুন।

জেলা সম্পাদকমণ্ডলী নতুন মুখ প্রতীপ সুনীল, শেখর

আলাপন প্রতিনিধি: জেলা সম্মেলন হয়ে গেছে চার মাস আগেই। কিন্তু জেলা সম্পাদকমণ্ডলী এতদিন গঠিত হয়নি। শুধু বাঁকুড়া জেলা নয়, সব জেলার ক্ষেত্রেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল, পার্টি কংগ্রেসের পর জেলা সম্পাদকমণ্ডলী গঠিত হবে। অন্যান্য জেলার পাশাপাশি বাঁকুড়াতেও গঠিত হল সিপিএমের জেলা সম্পাদকমণ্ডলী।

তিন বছর আগে সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন ১৪ জন। এবার তা কমে হয়েছে ১৩ জন। অমিয় পাত্র রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। পদাধিকারবলেই তিনি জেলা সম্পাদকমণ্ডলী ও জেলা কমিটির সভায় থাকতে পারবেন। তাই তাঁকে সম্পাদকমণ্ডলীতে রাখা হয়নি। বয়স ও শারীরিক কারণে প্রাক্তন মন্ত্রী ও বর্ষীয়াণ নেতা পার্থ দে-কেও সম্পাদকমণ্ডলীতে রাখা হয়নি। তিনি

পরবর্তী অংশ পঞ্চম পাতায়

অন্যান্য পাতায়

রাজ্যের সেরা!
ভাবতেই পারেনি সুরজিৎ
● সৌগত সিনহা
এরপরেও 'পিছিয়ে পড়া' জেলা বলব?
● শতরূপা বসু
দেখি নাই ফিরে
সুচিত্রা মাহাতোকে নিয়ে দুটি লেখা
● কল্যাণ মিত্র, মধুসূদন মাহাতো
● মনোজ ভট্টাচার্য
বর্ষায় ভিজতে আসুন মুকুটমণিপুরে
● সন্তু বিশ্বাস
দুঃখিত, সৌজন্য দেখাতে পারছি না
● স্বরূপ গোস্বামী
● মার্কশিট আসলে কিছুই বলে না
● আবার সেই শ্যাম-বুদ্ধ জুটি
● দীপালির নাম কেটে দিলেন মমতা
● কেন বাদ পড়লেন শম্পা!
● দায়িত্ব বাড়ল অমিয়র
● চিন্তিত নন শুভাশিস
● মাধ্যমিকের মেধাতালিকা

সবার উপরে মানুষ সত্য

সম্পাদকীয়

হযবরল

প্রচারের অনেকটা আড়ালেই থাকেন। কিন্তু এমন বর্ণময় চরিত্র সচরাচর দেখা যায় না। তিনি সবসময়ই ব্যতিক্রমী। রাজ্যের মন্ত্রীও থাকতে চান, আবার পাড়ার কাউন্সিলরও থাকতে চান। আইনের ডিগ্রি থাকলেও কখনও কোর্টে গিয়ে প্র্যাকটিস করেছেন, এমন অভিযোগ নেই। দাঁড়ালেন কখনক্ষযখন তিনি মন্ত্রী। সরকারের খাতায় যিনি অভিযুক্ত, পুলিশের ভাষায় যিনি ফেরার, এমন একজন 'কৃতী' বিধায়কের জামিন করাতে। সরকারেরই মন্ত্রী। অথচ, লড়ছেন সরকারেরই বিরুদ্ধে। এই রাজ্যে তো দূরের কথা, সারা দেশেও এমন নজির নেই। এমন নানা ব্যাপারেই তিনি নজির গড়েছেন। মন্ত্রীসভার শপথ নিতে গিয়ে নিজের নামটাকেই বদলে ফেললেন। এই নজিরও আছে কিনা জানা নেই।

কার কথা বলা হচ্ছে, এটা বলার জন্য কোনও পুরস্কার নেই। তিনি শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। এই জেলার একমাত্র মন্ত্রী। বিষ্ণুপুর পুরসভার টানা ৬ বারের চেয়ারম্যান। আবার তাঁর নেতৃত্বে বিরাট জয় পেল তৃণমূল। আবার তিনি চেয়ারম্যান। জয়ের জন্য অভিনন্দন জানাতেই হয়। না, এই জয়ে তেমন কোনও সন্ত্রাস ছিল, এমনটাও বলা যাবে না। সহজ কথা, বিষ্ণুপুরে বিরোধী শক্তি বলতে আগেও তেমন কিছু ছিল না। এখনও নেই। তাই তাঁর জয় নিয়ে কোনও সংশয় ছিল না। আর তিনি জিতলে যে তিনিই আবার চেয়ারম্যান হবেন, এ আর নতুন কী?

অতীতে নজির থাকুক আর নাই থাকুক। ব্যাপারটা যতই অশোভনীয় হোক, চেয়ারম্যান তাঁকে হতেই হবে। একইসঙ্গে তিনি মন্ত্রী, একইসঙ্গে মিউনিসিপ্যালিটি চেয়ারম্যান (এই রাজ্যে আরেকটি এমন উদাহরণ আছে, ইংলিশবাজারের কৃষ্ণেন্দু চৌধুরি)। কিন্তু এর ফলে কী কী সমস্যা তৈরি হতে পারে, ভেবে দেখেছেন? ধরা যাক, বিষ্ণুপুর পুরসভায় দুর্নীতির অভিযোগ উঠল। এক্ষেত্রে মহকুমা শাসক বা জেলা শাসক চেয়ারম্যানকে ডেকে পাঠাতে পারেন। চেয়ারম্যান হয়ত এলেন। কে কাকে 'স্যার' বলবেন? কে কাকে নির্দেশ দেবেন? উন্নয়ন নিয়ে কোনও বৈঠক। কে সভাপতি হবেন? মন্ত্রী না ডিএম নাকি মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান? ধরা যাক, কলকাতায় পুরমন্ত্রী সব চেয়ারম্যানদের ডাকলেন? শ্যামবাবু কোথায় বসবেন? বাকি চেয়ারম্যানদের সঙ্গে? নাকি মন্ত্রীর পাশে? ধরা যাক, জেলা পরিষদের সভাধিপতি সঙ্গে বৈঠক। পদাধিকারবলে সভাধিপতি রাষ্ট্রমন্ত্রীর তূল্য। চেয়ারম্যান সে তুলনায় অনেকটাই নিচে। কিন্তু সেই চেয়ারম্যান যদি মন্ত্রী হন, তাহলে তিনি আবার সভাধিপতির উপরে। ধরা যাক, শ্যামবাবু ডিএম বা এসডিও-কে চিঠি লিখছেন। কী হবে সেই চিঠির ভাষা? আবেদন করবেন নাকি নির্দেশ দেবেন?

এমন অনেক জগাখিচুড়ি চলছে। আগামীদিনেও চলবে। প্রিন্সিপাল হবেন, কিন্তু নাইটগার্ডের চাকরিটাও ছাড়বেন না, ব্যাপারটা অনেকটা সেইরকম হয়ে গেল। শ্যামবাবু নিজেও বোধ হয় বুঝছেন না, তিনি কী অদ্ভুত একটা সাংবিধানিক সংকট তৈরি করে দিলেন।

রাঢ় আলাপনের নতুন কার্যালয়ের ঠিকানা

রাঢ় আলাপন

কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার,

বাঁকুড়া, পিন— ৭২২১০১

এই ঠিকানায় চিঠি পাঠাতে পারেন। আগের মতো ই-মেলেও পাঠাতে পারেন। ঠিকানা: aalaapan123@gmail.com

চিঠিচাপাটি

সোনামুখীকে বাঁচিয়ে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

বাঁকুড়া জেলার তিনটি পুরসভাতেই ভোট হয়ে গেল। তিনটিতেই জয়ী তৃণমূল কংগ্রেস। এই ফলাফল খুব একটা অবাক করার মতো নয়। এটাই প্রত্যাশিত ছিল।

তবে একটা কথা ভেবে ভাল লাগছে, পুরভোটে রাজ্যের নানা প্রান্তে যখন সন্ত্রাসের খবর শোনা আচ্ছে, তখন বাঁকুড়া অনেকটাই ব্যতিক্রম। এমনকি বিরোধীরাও সন্ত্রাসের অভিযোগ করেননি। সোনামুখীতে কিছুটা ঝামেলা হয়েছিল। তবে ভোটের দিন তেমন অশান্তির খবর পাওয়া যায়নি।

আশঙ্কা ছিল, সোনামুখীতে হয়ত দীপালি সাহাকেই চেয়ারম্যান করা হবে। যাক, সেটা হয়নি। তাঁর সঙ্গে আমার কোনও শত্রুতা নেই। কোনওদিন চোখেও দেখিনি। তবু কেন জানি না, আমার জেলায় এরকম একজন অশিক্ষিত, অভদ্র ও ঝগড়ুটে মহিলা চেয়ারম্যান হবেন, এটা মেনে নিতে পারতাম না। তাই মমতা ব্যানার্জিকে ধন্যবাদ। তিনি বড় এক লজ্জার হাত থেকে সোনামুখীকে বাঁচিয়ে দিলেন।

সব্যসাচী পাত্র, *মিলনপল্লি, বাঁকুড়া*

সবাইকে এক জায়গায় আনা যায় না?

মাধ্যমিকে ভাল রেজাল্ট আর বাঁকুড়া যেন সমার্থক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এবার তো প্রথম হল বাঁকুড়া। এক থেকে দশের মধ্যে বাঁকুড়া জেলার নাকি ১৪ জন। একদিন হইচই হয়, পরের দিন থেকে সব হারিয়ে যায়। আর আমরা কেউ খোঁজ রাখি না।

ইদানীং একটা নতুন চল হয়েছে, কেউ বোর্ডে স্ট্যান্ড করলেই জেলাশাসক বা সভাধিপতি ফুল, মিষ্টি নিয়ে তার বাড়ি চলে যাচ্ছেন। কে কত দ্রুত যেতে পারেন, এ যেন তার প্রতিযোগিতা। এই ছেলেমেয়েদের এক জায়গায় এনে সংবর্ধনা দেওয়া যায় না? যতদূর জানি, রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে একটি অনুষ্ঠানে কৃতীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। জেলা পরিষদ বা বাঁকুড়া পুরসভার পক্ষ থেকে এমন উদ্যোগ নেওয়া যায় না? সেক্ষেত্রে জেলার সেরা দশ ছাত্রকে বেছে নেওয়া যায়।

এভাবে বিচ্ছিন্নভাবে সম্মানিত না করে, সবাইকে এক ছাতার তলায় আনা। এবং সেইদিন অন্যান্য স্কুলের ছাত্রদের এবং অভিভাবকদের সামিল করা। কাজটা কি খুব কঠিন? জেলা পরিষদ ও পুরসভার কাছে দাবি জানিয়ে রাখলাম।

বিজয় পতি, *খাতড়া*

বাঁকুড়া-রত্ন বা বাঁকুড়াভূষণ দিলে কেমন হয়!

বাঁকুড়া জেলায় অনেক কৃতী মানুষ আছেন। যাদের অনেকের কথাই আমরা জানি না। প্রচার মাধ্যম একেবারেই শহর-কেন্দ্রীক। ছোট শহর বা মফসসলে অনেক গুণী মানুষ আছেন, যাঁদের কথা আমাদের অজানাই থেকে যায়।

রাঢ় আলাপনে আগেও এই নিয়ে চিঠি লিখেছিলাম। কিন্তু কাউকেই আর এগিয়ে আসতে দেখিনি। রাজ্যে বঙ্গভূষণ, বঙ্গ বিভূষণ দেওয়ার হিড়িক পড়ে গেছে। খেলরত্ন, সঙ্গীত মহাসম্মান, এমন নানা পুরস্কার। এখনও পর্যন্ত বাঁকুড়া জেলার কেউ এই সম্মান পেয়েছেন? মনে করতে পারছি না। বাঁকুড়ায় কি উপযুক্ত কেউ নেই? মুখ্যমন্ত্রীর মিছিলে হাঁটা শিল্পীরা আর চেয়ার মোছা কবিরাই কি শুধু উপযুক্ত? রাজ্যস্তরের স্বীকৃতি নাই বা এল। জেলাগতভাবেও তো এমন পুরস্কার চালু করা যায়। বছরে পাঁচ দিকপাল মানুষকে সংবর্ধনা তো দেওয়াই যায়। কী এমন খরচ? অন্য কোনও অনুষ্ঠানের সঙ্গেও এই স্বীকৃতি দেওয়া যায়। বিষয়টা নিয়ে সবাই মিলে ভাবুন। তবে একটা অনুরোধ, এই বাছাই যেন রাজনৈতিক রঙ দেখে না হয়। নইলে পুরস্কারের নামে তা প্রহসন হয়ে যাবে।

সুনীল চক্রবর্তী, *ওন্দা*

চিঠি লিখুন

কেমন লাগছে রাঢ় আলাপন? কোন প্রতিবেদন কেমন লাগল? ভাল-মন্দ দু রকম অনুভূতির কথাই জানাতে পারেন। রাঢ় আলাপনের পাতায় আর কী কী দেখতে চান? যে কোনও ব্যাপারে গঠনমূলক পরামর্শ দিতে পারেন। সমালোচনাও করতে পারেন। সমালোচনামূলক চিঠিকেও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

ঠিকানা:

রাঢ় আলাপন, কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া, পিন ৭২২১০১।

ই মেল: aalaapan123@gmail.com

বিষ্ণুপুর

আবার সেই শ্যাম-বুদ্ধ জুটি

প্রসূন মিত্র, *বিষ্ণুপুর*

সেই নব্বই থেকে শুরু হয়েছে তাঁদের জুটি। সেই জুটিই থেকে গেল পঁচিশ বছর পরেও। বিষ্ণুপুর পুরসভায় আবার চেয়ারম্যান নির্বাচিত হলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। ভাইস চেয়ারম্যান আবার সেই বুদ্ধদেব মুখার্জি। এই নিয়ে টানা ছবার বিষ্ণুপুর পুরসভার দায়িত্বে এই জুটি।

এবার নির্বাচনে বেশ বড় জয়ই পেয়েছিল তৃণমূল। মোট ১৯ টি আসনের মধ্যে তারা জিতেছে ১৬ টি আসনে। দুটি বিজেপি, একটি নির্দল। গতবার বামেরা পেয়েছিল তিনটি আসন। এবার একটিও আসন এল না।

আগের পাঁচবার শ্যাম মুখার্জি লড়েছিলেন কংগ্রেসের হয়ে। গতবার তাঁর নেতৃত্বে কংগ্রেস পেয়েছিল ১৬ টি আসন। ২০০৯ লোকসভা ভোটের পর সদলবলে তৃণমূলে যোগ দেন শ্যামবাবু। তৃণমূলের টিকিটে চেয়ারম্যান হলেন প্রথমবার।

কিন্তু এখন তিনি মন্ত্রী। এই অবস্থায় চেয়ারম্যান হওয়া কতটা শোভনীয়, দলের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল। শ্যামবাবুর জবাব, 'মন্ত্রী হলে চেয়ারম্যান হওয়া যাবে না, এমনটা কোথায় লেখা আছে? তাছাড়া, মন্ত্রী হলেও আমি নিজের এলাকায় যথেষ্ট সময় দিই। সেটা এলাকার মানুষ জানে। তাই তারা এবারও আমাদের জিতিয়েছে।'

সোনামুখী

দীপালির নাম কেটে দিলেন মমতা

আলাপন প্রতিনিধি: আগেরবারেও জিতেছিলেন। এবারও জিতলেন। তবে তফাতটা হল, আগেরবার তিনি বিধায়ক ছিলেন না। এবার তিনি বিধায়ক।

তাই অনেকে ভেবেছিলেন, এবার সোনামুখীতে দীপালি সাহাই হয়ত চেয়ারম্যান হবেন। বিধায়করা কাউন্সিলর হলে, সাধারণত তাঁদেরই চেয়ারম্যান করা হয়। কিন্তু তেমনটা হল না সোনামুখীতে। দীপালি সাহার নাম কেটে দিলেন খোদ মমতা ব্যানার্জি।

সোনামুখীর নতুন চেয়ারম্যান হলেন সুরজিৎ মুখার্জি। রাজনীতিতে সুরজিৎ মোটেই আনকোরা নন। আগেও পুরসভায় বিরোধী দলনেতা ছিলেন। তার উপর এবার হারিয়েছেন বিদায়ী পুরপ্রধান কুশল ব্যানার্জিকে। নজরুল মঞ্চের সমাবেশ থেকে দলনেত্রী সারা বাংলায় একজন চেয়ারম্যানের নামই ঘোষণা করেছিলেন। তিনি সুরজিৎ মুখার্জি। তাই তিনি যে চেয়ারম্যান হচ্ছেন, তা আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল।

বাঁকুড়া জেলার বাকি দুটি পুরসভা তৃণমূলের দখলে থাকলেও সোনামুখীতে ক্ষমতায় ছিল বামেরাই। ১৫ আসনের পুরসভায় গতবার বামেরা জিতেছিল ৮-৭ ব্যবধানে। এই প্রথম জয় পেল তৃণমূল। ব্যবধান ৯-৬।

বাঁকুড়া পুরসভা

শম্পার বদলে নতুন চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ

আলাপন প্রতিনিধি: বড়সড় চমক বাঁকুড়া পুরসভায়। আগেরবারের চেয়ারম্যান শম্পা দরিপার বদলে বাঁকুড়ার নতুন চেয়ারম্যান মহাপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন দিলীপ আগরওয়াল।

মহাপ্রসাদ আগে জিতেছিলেন ১৩ নম্বর ওয়ার্ড থেকে, কংগ্রেসের টিকিটে। পরে তিনি যোগ দেন তৃণমূলে। বাঁকুড়া পুরসভায় মোট ওয়ার্ড ২৪ টি। তৃণমূল জিতেছে ১২ টি ওয়ার্ডে। বাম ৫, বিজেপি ২, কংগ্রেস ১, নির্দল ৪।

একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা না পেলেও তৃণমূলই বোর্ড গড়ছে, তা নিশ্চিত ছিল। নির্দল চার কাউন্সিলর কলকাতায় গিয়ে তৃণমূলে যোগদান করেন। এই চারজনকে নিয়ে কলকাতায় যান বিদায়ী চেয়ারম্যান শম্পা দরিপা। তৃণমূলসূত্রের খবর, সেটাই নাকি তাঁর কাল হল। দলনেত্রী দুইয়ে দুইয়ে চার করে ফেললেন। এবার নির্বাচনে দুই প্রাক্তন চেয়ারম্যান শান্তি সিংহ ও দেবপ্রসাদ কুন্ডুকে টিকিট দিতে বলেন মুখ্যমন্ত্রী। দুজনেই হেরে যান। শান্তি সিংহ হারেন তৃণমূলেরই এক নির্দল প্রার্থী। দলনেত্রীর কাছে অভিযোগ ছিল, এই দুজনকে হারার পেছনে বড় ভূমিকা ছিল শম্পার। তিনি নাকি নিজেকে নিষ্কন্টক করতে এই দুই পুরানো চেয়ারম্যানকে হারিয়ে দিয়েছেন। নজরুল মঞ্চের সমাবেশ থেকেই নাম না করে বার্তা দিয়েছিলেন শম্পাকে। বলেছিলেন, 'কেউ যদি ভাবে নির্দল দাঁড় করিয়ে দলের লোককে হারিয়ে দেবে, আমি কিন্তু সব বুঝতে পারি। সময় এলে আমি কিন্তু ঠিক ব্যবস্থা নেব।' দেওয়াল লিখনটা নাকি তখনই পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া, দলীয় রাজনীতিতে শম্পা দরিপা মুকুল রায়ের ঘনিষ্ঠ বলেই পরিচিত। শম্পাকে বাদ দেওয়ার সেটাও একটা কারণ হতে পারে বলে অনেকে মনে করছেন।

লাল গোলাপ

এই শিষ্টাচার বেঁচে থাকুক

এইকটা ছবি ছাপা হল কাগজে। ছবিটা ছড়িয়ে পড়ল সোশাল সাইটে। নতুন চেয়ারম্যানের হাতে ফুল তুলে দিচ্ছেন বিদায়ী চেয়ারম্যান। দুজনেরই বেশ হাসিমুখ।

নতুনকে পুরাতন অভিবাদন জানায়, এই ছবি নতুন কিছু নয়। অনেক সময় বিদায়ী চেয়ারম্যান ভোটে দাঁড়ালেন না, বা দাঁড়িয়েও হেরে গেলেন। বা তিনি জিতলেও তাঁর দল ক্ষমতায় এল না। সেক্ষেত্রে এই ফুল তুলে দিতে তেমন কষ্ট হওয়ার কথা নয়। কিন্তু শম্পা দরিপার ক্ষেত্রে এর কোনওটাই সত্যি নয়। তিনি দাঁড়িয়েছেন, জিতেছেন, দলও ক্ষমতায় এসেছে। তবু তাঁকে সরে যেতে হল। নতুন চেয়ারম্যানের হাতে ফুল তুলে দিতে হল।

ছবিতে হাসিমুখ থাকলেও ভেতরের কষ্টটা বোঝা যায়। শম্পা দেবী শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী, যথার্থ মার্জিত রুচির ভদ্রমহিলা। তাই ভেতরের কষ্টটা বেআব্রু হয়ে পড়েনি। হাসি দিয়ে সেই কষ্টটাকে আড়াল করতে পেরেছেন।

পুরপ্রধান হিসেবে শম্পা দরিপা ঠিক কেমন? পাঁচ বছর সময়টা খুব অল্প সময় নয়। স্বাভাবিকভাবেই কিছু সমালোচনা, কিছু বিতর্ক এসেছে। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ থাকলে এই সমালোচনা বা বিতর্ক আরও অন্তত দশগুন দেখা যেত। তিনি নিজে আর্থিক দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, এমন অভিযোগ বিরোধীদের দিক থেকেও আসেনি। উন্নয়ন? সমালোচনা থাকবেই। তবে চোখে পড়ার মতো অনেক কাজ হয়েছে, এটা সবাই একবাক্যে স্বীকার করেন। বিশেষ করে, সৌন্দর্যায়ন, রাস্তা, আলোর ক্ষেত্রে উন্নতিটা চোখে পড়ে। তাঁর জায়গায় তৃণমূলের অন্য কেউ থাকলে এই কাজগুলো দেখা যেত? বিশ্বাস করা কঠিন।

দায়িত্বশীল চেয়ারে বসে অভদ্রতা, অসভ্যতা একটা রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই জায়গায় বেশ ব্যতিক্রমীই বলতে হবে শম্পা দরিপাকে। পারিবারিক একটা মূল্যবোধ তো আছেই। সবসময় একটা মার্জিত রুচিবোধের ছাপ পাওয়া গেছে তাঁর আচার আচরণে। বিরোধীদের সঙ্গেও চমৎকার সদ্ভাব রেখেই কাজ করেছেন। ওই আসনের মর্যাদা কতখানি বাড়িয়েছেন, তর্ক থাকতে পারে। তবে চেয়ারটাকে কলঙ্কিত করেছেন বলেও মনে হয় না। অনেককে যেমন জেলার বিধায়ক বা সাংসদ ভাবতে লজ্জা হয়, তাঁর ক্ষেত্রে অন্তত এমনটা কখনই মনে হয়নি।

তবু সরে যেতে হল। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে ভদ্রতা বা সুস্থ রুচিবোধের তেমন কদর নেই, জানা কথা। সেটা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল। শম্পা দেবী, এই সংস্কৃতিমনস্কতা ও সুস্থ রুচিবোধ হারিয়ে ফেলবেন না। বাকিদের থেকে একটু দূরে, আলাদাই না হয় থাকলেন। যেন আলাদা করে চেনা যায়। বিদায়বেলায় আমরাও আপনাকে ফুল তুলে দিলাম। শুভেচ্ছার লাল গোলাপ।

লাল কার্ড

তিনি সত্যিই স্বনামধন্য

কত মিল। কিন্তু কত অমিল। বাঁদিকের কলামে থাকে লাল গোলাপ। দেওয়া হল বাঁকুড়া পুরসভার বিদায়ী চেয়ারম্যান শম্পা দরিপাকে। আনদিকের কলাম যাঁকে নিয়ে, ঘটনাচক্রে তিনি ও এক মহিলা। তিনিও এক কাউন্সিলার। তিনিও তৃণমূলই করেন। তাঁরও চেয়ারম্যান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু তিনিও বাদ পড়লেন।

প্রিয় পাঠক, এর পরেও চেনা যাচ্ছে না। তিনি স্বনামধন্য দীপালি সাহা। হ্যাঁ, তাঁকে স্বনামধ্যই বলা যায়। জেলার বাইরে রামকিঙ্কর বেজ বা যামিনী রায়ের নাম না লোক শুনেছে, দীপালি সাহার নাম বোধ হয় তার থেকে বেশি লোকই শুনেছে। কোচবিহারে কাউকে গিয়ে বাঁকুড়ার দু তিন জন জীবিত লোকের নাম বলতে বলুন। এক, দুই, তিনের মধ্যে তিনি নিশ্চয় দীপালি সাহার নাম রাখবেন।

এই জেলার 'সুনাম' তিনি কতদূর ছড়িয়ে দিয়েছেন। রাজ্যব্যাপী খ্যাতি সেই ছাপ্পা কান্ড থেকে। তারপর থেকে ধারাবাহিকতার কোনও অভাব নেই। কখনও বাড়িতে থেকে ফেরার। কখনও টিকিটের জন্য মারামারি। কখনও ভোটের আগে গুন্ডা জমায়েত। আবার কখনও থানায় চড়াও হয়ে পুলিশকে শাসানি।

এমন প্রতিভা সত্যিই বিরল। কাউন্সিলর ছিলেন আগেরবারও। কিন্তু সেবার তো তিনি বিধায়ক ছিলেন না। এবার বিধায়ক, তার উপর কাউন্সিলর। তার উপর আবার দল ক্ষমতায় এসেছে। চেয়ারম্যান হিসেবে অটোমেটিক চয়েস। আর নেত্রীর আশীর্বাদ পেতে গেলে যে যে গুন লাগে, তার অনেকগুলিই তাঁর আছে। হাতে কলমে বারবার প্রমাণ দেখিয়েছেন।

তবু প্রতিভার মূল্যায়ন হল না। দলনেত্রী বোধ হয় নানা ব্যস্ততায় ঠিকমতো কাগজ পড়তে পারেননি। বা রাতে সিরিয়াল দেখতে গিয়ে খবর দেখেননি। তাই আমাদের দীপালি দিদির 'বীরত্বের কাহিনী' চোখে পড়েনি। একদিক দিয়ে ভালই হয়েছে। বাঁকুড়া জেলা অন্তত আরও বড় কলঙ্কের হাত থেকে বেঁচে গেছে। অন্তত, এই কারণে মুখ্যমন্ত্রীকে একটা ধন্যবাদ দেওয়াই যায়। তিনি যে বাঁকুড়া জেলাকে কতবড় লজ্জার হাত থেকে বাঁচালেন, তা যদি জানতেন!

ভাবতেও অবাক লাগে, এই রকম একজন মহিলাও আমাদের জনপ্রতিনিধি? কলতলার ঝগড়ুটি বললেও কম বলা হয়। নেত্রী কাদের পৌঁছে দেন বিধানসভায়? এঁরা বাঁকুড়ার প্রতিনিধি? এতকিছুর পরেও সোনামুখীর মানুষ আপনাকে জিতিয়েছেন। কিন্তু আমরা অভিনন্দন জানাতে পারছি না। শম্পা দরিপার সঙ্গে আপনাকে কোথাও যেন মেলাতে পারি না। শম্পার জন্য রয়েছে লাল গোলাপ। আপনাকে তো আর সেটা দেওয়া যায় না। আপনি বরং লালকার্ডটাই নিন।

মার্কশিট আসলে কিছুই বলে না

আলাপন প্রতিনিধি: নেভিল কার্ডাস বলতেন, স্কোরবোর্ড একটা গাধা। বহুযুগ আগের বলা কথা। কিন্তু কথাটা প্রায় প্রবাদের চেহারা নিয়েছে।

কার্ডাসের দাবি ছিল, স্কোরবোর্ড থেকে কিছুই বোঝা যায় না। সে শুধু বিভ্রান্ত করে।

মাধ্যমিকে রেজাল্টের পর সবাই জানেন, বাঁকুড়া জেলা স্কুল থেকে প্রথম হয়েছে। এক থেকে দশের মেধাতালিকায় ৯ জন এই স্কুলের। ১৪ জন এই জেলার। না, এই তালিকায় কোনও ভুল নেই।

কিন্তু এই তালিকার আড়ালে রয়ে গেছে এক হার না মানা ছেলের কাহিনী। থেকে গেছে লড়াইয়ের অন্য এক উপাখ্যান। এই তালিকায় জেলা স্কুলের আরেক কৃতী ছাত্র সায়ন চক্রবর্তীকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু শিক্ষক থেকে অভিভাবক, এমনকি সহপাঠীদের যে ছেলেটা সবথেকে বেশি চমকে দিয়েছে, সে হল সায়ন। বন্ধুদের তুলনায় তার নম্বরটা হয়ত একটু কম। কিন্তু শুধু নম্বর দিয়ে মূল্যায়ন করতে গেলে মস্তবড় একটা ফাঁকি থেকে যাবে।

তাহলে, একটু খুলেই বলা যাক। সায়নের বয়স তখন চার বছর। তখনই ধরা পড়ল, খাদ্যনালীতে সিস্ট আছে। তখনই অপারেশন করতে হল। তারপর নিয়ে যাওয়া হল ভেলোরে। ফিরে এসে আরেক দফা অপারেশন। তখনও ছেলে ভাল করে স্কুলে যায়নি, তার আগেই দু-দুবার অপারেশনের ধাক্কা। তারপর মোটামুটি ঠিকঠাকই চলছিল। মাধ্যমিকের ঠিক দেড় মাস আগে আবার সেই পুরানো সমস্যা দেখা দিল। প্রথমে ভর্তি করা হল বাঁকুড়ায়। বিষয়টির গুরুত্ব বুঝে, নিয়ে যাওয়া হল কলকাতায়। ডা শুদ্ধসত্ত সেন বললেন, এখনই অপারেশন করাতে হবে। কিন্তু সামনে তো মাধ্যমিক। বাড়ির লোকেরা ধরেই নিয়েছেন, এবার আর মাধ্যমিক দেওয়া হবে না। মাধ্যমিক পরেও দেওয়া যাবে। ছেলের প্রাণ সবার আগে। অপারেশনে সম্মতি দেওয়া ছাড়া উপায়ও ছিল না।

তখন পরীক্ষা আর হাতে গোনা কয়েকদিন দূরে। ফর্ম ফিলাপ হয়ে গিয়েছিল আগেই। বইয়ের সঙ্গে শেষ দু'মাস কোনও সম্পর্ক নেই। পরীক্ষার তখন তিন দিন বাকি। তখনও বিছানা থেকে উঠে দাঁড়াতেও পারছে না সায়ন। সারা শরীরে সূচ ফোটানো। তখনও চলছে স্যালাইন। বাড়ির সবাই, আত্মীয়রা, বন্ধুরা তখন প্রায় নিশ্চিত, এবছর আর পরীক্ষা দেওয়া হচ্ছে না।

সায়নও নাছোড়বান্দা। আমি পরীক্ষা দেব। কিন্তু শেষ দু*মাস তো বই হাতে তোলাই হয়নি। সায়ন বলল, আমি ঠিক পারব। আগে যা পড়েছি, তা অনেকটাই মনে আছে। নম্বর হয়ত কম পাব। কিন্তু একটা বছর নষ্ট করতে চাই না। যদি তিন ঘন্টা হলে বসে থাকতে পারি, তাহলে ঠিক সামলে নেব।

কিছুটা জোর করেই পরীক্ষায় বসেছিল কাটজুড়িডাঙ্গার এই ছেলেটি। দু তিনটে পরীক্ষার পর আত্মবিশ্বাস অনেকটাই ফিরে এল। শেষ পরীক্ষাগুলোর আগে পুরানো পড়াগুলো কিছুটা ঝালিয়ে নিতে পেরেছিল। সেই ছেলের নম্বর ৮৭ শতাংশ। বাংলা ৯০, ইংরাজি ৮৪, অঙ্ক ৯৪, ভৌত বিজ্ঞান ৯২, জীবন বিজ্ঞান ৯০, ইতিহাস ৮৫, ভূগোল ৭২।

সায়নের বাবা-মার তখনও যেন বিশ্বাস হচ্ছে না। তখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটেনি বন্ধুদের। বাবা দেবাশিস চক্রবর্তীর কথায়, 'ও যে পরীক্ষা দিতে পারবে, সেটাই আমরা ভাবতে পারিনি। সেটাই একটা মিরাক্যাল।' আর সায়ন! এমন মনের জোর পেল কোথায়? সবাইকে চমকে দেওয়া ছেলেটি জানাল, 'আমি জানতাম, কাজটা কঠিন। কিন্তু মনে হয়েছিল, একবার চেষ্টা করে দেখি। একটা বছর নষ্ট হয়ে যাবে? তাই কিছুটা জোর করেই পরীক্ষা দিয়েছিলাম। এতটা নম্বর উঠবে, ভাবিনি।'

নম্বরের হিসেবে বন্ধুদের থেকে হয়ত সামান্য একটু পেছনে। কিন্তু আড়ালের এই লড়াই! এই অসম্ভব মনের জোর! ওই এক থেকে দশে থাকা সতীর্থদের থেকে তার কৃতিত্বকে কোনও অংশে ছোট করা যায়! মার্কশিটে লেখা থাকবে এই লড়াইয়ের উপাখ্যান?

নেভিল কার্ডাস বেঁচে থাকলে বলতেন, 'মার্কশিট একটা গাধা, সে অনেক কিছুই বলে, কিন্তু আসলে কিছুই বলে না।'

একেবারে প্রথম! ভাবতে পারেনি সুরজিৎ

সৌগত সিনহা

মাধ্যমিকে প্রথম হয়ে সবাইকে চমকে দিল বাঁকুড়া। চমকে দিল সুরজিৎ লোহার। এবার মাধ্যমিকে তার নম্বর ৬৮৪।

সকালেই ছড়িয়ে পড়ে খবরটা। টিভির সামনে বসেছিল

সুরজিৎ, বসেছিলেন অভিভাবকরাও। টিভিতে তার নাম ঘোষণা হতে শুরুতে বিশ্বাসই করতে পারেনি বাঁকুড়া জেলা স্কুলের এই কৃতী ছাত্র।

সুরজিতের আসল বাড়ি তালডাংরার হারমাসরা গ্রামে। কিন্তু বাবা ও মায়ের কর্মক্ষেত্র বাঁকুড়া। বাবা প্রশান্ত লোহার পিডব্লুডি চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। মা দীপালি শিক্ষিকা। বাবা-মায়ের সঙ্গে বাঁকুড়াতেই থাকত সুরজিৎ। ছোট থেকেই মেধাবী সুরজিৎ। তবে সবসময় বইমুখো ছাত্র বলতে যা বোঝায়, ঠিক তা নয়। সময় পেলে ক্রিকেট খেলে, টিভিতে ক্রিকেট দেখে, গল্পের বই পড়ার নেশাটাও আছে।

সুরজিতের কথায়, 'তবে শেষ একটা বছর এগুলোকে একটু মুলতুবি রাখতে হয়েছিল। কারণ, মাধ্যমিক তো জীবনে বারবার আসবে না।'

সুরজিতের মোট নম্বর ৬৮৪। বাংলা ৯৬, ইংরাজি ৯৪, অঙ্ক ৯০, ভৌত বিজ্ঞান ১০০, জীবন বিজ্ঞান ১০০, ইতিহাস ৯৮, ভূগোল ৯৮। এত নম্বর পাবে, ভেবেছিলে? সুরজিতের জবাব, 'কাছাকাছি পাব, এমন একটা আশা ছিল। বোর্ডে কোনও একটা পজিশন থাকবে, এমনটাও আশা করেছিলাম। কিন্তু একেবারে প্রথম হয়ে যাব, এতটা ভাবিনি।'

আপাতত সুরজিতের লক্ষ্য, উচ্চ মাধ্যমিকেও সাফল্য ধরে রাখা। তারপর জয়েন্ট এন্ট্রান্সে উত্তীর্ণ হয়ে মেডিকেল নিয়ে পড়াশোনা করা। ভবিষ্যতের একজন সফল চিকিসক হিসেবেই নিজেকে দেখতে চায় জেলার মুখ উজ্জ্বল করা ছেলেটি।

রাজ্য মেধাতালিকায় বাঁকুড়া

সুরজিৎ লোহার (প্রথম, ৬৮৪)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
শুভজিৎ মণ্ডল (চতুর্থ, ৬৮০)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
শুভদীপ সিনহামহাপাত্র (ষষ্ঠ, ৬৭৮)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
ঋত্বিক রাজ (ষষ্ঠ, ৬৭৮)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
জয়প্রকাশ বিট (সপ্তম, ৬৭৭)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
তুফান চ্যাটার্জি (সপ্তম, ৬৭৭)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
কিশলয় মণ্ডল (সপ্তম, ৬৭৭)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
অঙ্কিতা শীট (অষ্টম, ৬৭৬)
মিশন গার্লস, বাঁকুড়া
বিনায়ক ব্যানার্জি (অষ্টম, ৬৭৬)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
রাজদীপ হাটি (নবম, ৬৭৫)
গোবরদা উচ্চ বিদ্যালয় (খাতড়া ব্লক)
সুচরিতা মল্লিক (দশম, ৬৭৪)
কেন্দচা ভিপিএ বিদ্যাপীঠ (খাতড়া ব্লক)
অরিত্র মণ্ডল (দশম, ৬৭৪)
কেন্দুয়াডিহি উচ্চ বিদ্যালয়
জয়ন্ত সিনহা মহাপাত্র (দশম, ৬৭৪)
বাঁকুড়া জেলা স্কুল
শুভেন্দু প্রামাণিক (দশম, ৬৭৪)
কোতুলপুর উচ্চ বিদ্যালয়

ই মেলেও পড়তে পারেন

চাইলে ই মেলেও রাঢ় আলাপন পড়তে পারেন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন, প্রকাশিত হওয়ার দিনেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে রাঢ় আলাপন। ইমেলের মাধ্যমে পিডিএফ ফাইলে পাঠানো হবে। আপনার ই মেল আই ডি ৯৮৭৪৮২৪২৭৫ নম্বরে এস এম এস করে দিন। বা ই মেল করে জানিয়ে দিন aalaapan123@gmail.com). আগামী ৬ মাস এই পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনামূল্যেই দেওয়া হবে।

অন্য চোখে

এর পরেও আমরা 'পিছিয়ে পড়া জেলা' বলে আনন্দ পাব!

শতরূপা বসু

বাঁকুড়া জেলা আবার আমাদের গর্বিত করল। সবসময় এই জেলার গায়ে একটা অদ্ভুত স্টিকার লাগিয়ে দেওয়া হয়। বাঁকুড়া নাকি পিছিয়ে পড়া জেলা। শুধু বাইরের লোকেরা বলে, এমন নয়। আমরা নিজেরাও বোধহয় একটা হীনমন্যতায় ভুগি। আমরা নিজেরাও নিজেদের 'পিছিয়ে পড়া জেলা' ভাবতেই হয়ত ভালবাসি। কিন্তু আমরা কোথায় পিছিয়ে? মাধ্যমিকের রেজাল্টের দিকে তাকান। প্রথম বাঁকুড়া জেলা থেকে। শুধু তাই নয়, কাগজে পড়লাম, এক থেকে দশের মধ্যে মেধা তালিকায় যাদের নাম আছে, তাদের ১৪ জন নাকি এই জেলার।

প্রথমে পড়ার সুবাদে, পরে কাজের সূত্রে জেলার বাইরে থাকি। কিন্তু বাঁকুড়া জেলা নিয়ে ভাল কিছু শুনলেই মন ভাল হয়ে যায়। তাই যখন রেজাল্ট বেরোলো, আমার অফিসের বন্ধুরা বলল, আবার তোর জেলা ফার্স্ট হয়েছে । খাওয়াতে হবে। যে ফার্স্ট হয়েছে, তখনও তার নামও জানি না। তবু, একটা অদ্ভুত আনন্দ হচ্ছিল। সেদিন অফিসের সবাইকে খাওয়ালাম। মনে মনে সেই সুরজিৎ লোহারের কাছে কৃতজ্ঞ রইলাম। সে নিজের অজান্তেই আমাকে সবার সামনে গর্বিত হওয়ার সুযোগ এনে দিল। সবার নামগুলো এই মুহূর্তে মনে পড়ছে না। তবে অভিনন্দন সেই কৃতী ছাত্রদের। অভিনন্দন বাঁকুড়া জেলা স্কুলকে। তারা দেখিয়ে দিল, জেলার স্কুল কীভাবে কলকাতার নামজাদা স্কুলগুলিকে টেক্কা দিতে পারে। এই সাফল্য শুধু ওই কৃতী ছাত্ররা পেল, এমন নয়। আমাদের গর্ব ও মনের জোরও অনেকটা বাড়িয়ে দিল।

দেখি নাই ফিরে

পেরিয়ে গেল রামকিঙ্কর বেইজের জন্মদিন। কিংবদন্তি এই ভাস্করকে নিয়ে সমরেশ বসু লিখেছিলেন 'দেখি নাই ফিরে'। সেই বইয়ের কথা, সেই বইয়ের আরেক নীরব কারিগর অবনী নাগকে নিয়ে লিখলেন মনোজ ভট্টাচার্য।।

শিল্পী রামকিঙ্কর বেইজের জীবন ও জীবন যাপন নিয়ে লেখা বিখ্যাত উপন্যাস দেখি নাই ফিরে। রামকিঙ্করের জীবন মধ্যবিত্তের ছক ভেঙে বেরিয়ে আসার একটি সফল উদাহরণ। জীবনে তাঁর বহু অনুরাগিনী, একাধিক প্রেম চারপাশের নিন্দাবাজ ঠেলে বিয়ে না করেই ঘর বাঁধেন রাধারাণীর সঙ্গে, যে-রাধারাণী এক লাবণ্যময়ী প্রেমকন্যা। শান্তি নিকেতনে দেশিকোত্তম উপাধিতে ভূষিত হওয়ার সময় সেই রাধারানীকেই উপাচার্যসহ মাননীয় ব্যক্তিদের পাশের আসনে বসার ব্যবস্থা করেন সোচ্চারে। অফুরন্ত প্রাণ রামকিঙ্করকে রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'তুই তোর মূর্তি দিয়ে, ভাস্কর্য দিয়ে আমাদের সবখানে ভরিয়ে দে।' তিনি আরও বলেছিলেন, একটা একটা কাজ শেষ করার পর, সেদিকে আর ফিরে না তাকাতে। নির্মোহ শিল্পী রামকিঙ্কর সত্যিই তাঁর পিছনের কাজ আর ফিরে দেখেননি। লেখক

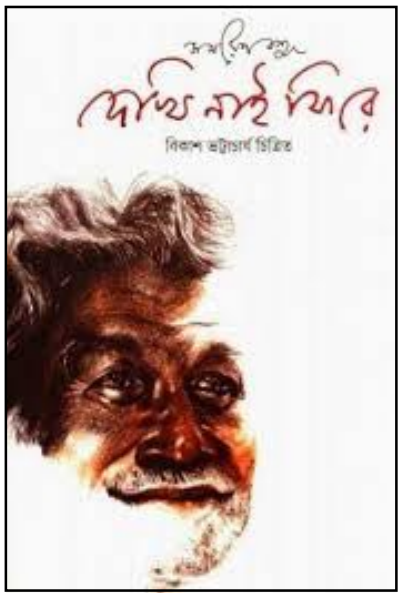

সমরেশ বসু এখানে থেকেই তাঁর মহাগ্রন্থের নামকরণ করেন 'দেখি নাই ফিরে'।

কিন্তু রামকিঙ্করের জীবনের বাঁকুড়ার দিনগুলি, ছোটবেলার দিনগুলি কেমন ছিল? শিল্পীর সেই বেড়ে ওঠার দিনগুলি উপন্যাসে তুলে ধরতে তথ্য চাই তো। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্বামী বীরেণ বন্দ্যোপাধ্যায় সমরেশ বসুকে নিয়ে যান বাঁকুড়ায়— অবনী নাগের কাছে।

অবনি নাগ সমরেশ বসুকে আতিথ্য দিলেন, সঙ্গে নিয়ে ঘুরলেন রামকিঙ্করের আবাস বাঁকুড়ার যুগীপাড়ায়। পরম নিষ্ঠায় তথ্য জোগাড় করে চিঠির পর চিঠিতে লেখক সমরেশকে তা পাঠালেন। অবনী নাগকে লেখা সমরেশ বসুর অসংখ্য চিঠিতে সেই সব দিনের কথা ধরা আছে, যে-চিঠিগুলির বেশ কয়েকটি দেশ পত্রিকায় একদা (১৮ মে, ১৯৮৮) প্রকাশিত হয়েছে।

বাঁকুড়ার সাহিত্যিকদের অভিভাবকপ্রতিম অবনী নাগ আজও মননে সতেজ। এবং কর্মচঞ্চল। তাঁর আক্ষেপ, 'দেখি নাই ফিরে'র মতো মহৎ কীর্তি অসম্পূর্ণ রয়ে গেছে বলে। শিল্পী সমরেশকে জীবিকার জন্য যদি সেই সময় অন্য লেখালেখি না করতে হত, তাহলে হয়ত গ্রন্থটির পূর্ণাঙ্গ রূপ দেখতে পাওয়া যেত।

সেই আক্ষেপ শুধু অবনী নাগের নয়, আমাদেরও।

অবনী বাড়ি আছো?

জুলাই মাস থেকে রাঢ় আলাপনে
শুরু হচ্ছে নতুন ধারাবাহিক
'অবনী বাড়ি আছো'?
শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের সেই অমরত্ব
পাওয়া কবিতা। যাঁকে মনে রেখে এই
লাইন, বাঁকুড়ার সেই অবনী নাগ
এখনও আমাদের মাঝেই আছেন।
প্রবীণ মানুষটি হাঁটবেন
স্মৃতির সরণি বেয়ে।
শক্তি চট্টোপাধ্যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়,
সমরেশ বসু, আনন্দ বাগচিসহ
কিংবদন্তি সাহিত্যিকদের অনেক অজানা
দিক উঠে আসবে সেই স্মৃতিচারণে।

পদ নেই! চিন্তিত নন শুভাশিস

আলাপন প্রতিনিধি: পরিষদীয় সচিবের আসলে কাজটা কী? কজন জানেন, সন্দেহ আছে। তবে একজনকে ব্যতিক্রম বলাই যায়, শুভাশিস বটব্যাল। তিনি কৃষি দপ্তরটা চেনেন না, অতিবড় নিন্দুকও এমনটা বলবেন না।

মাথার উপর একজন পূর্ণ, একজন রাষ্ট্রমন্ত্রী। দুজনের থেকেই এই ব্যাপারটায় অন্তত একশো মাইল এগিয়ে শুভাশিস। পড়াশোনার বিষয় কৃষি অর্থনীতি। যদি একঘন্টা কথা বলেন, নিশ্চিত থাকতে পারেন, তার মধ্যে অন্তত চল্লিশ মিনিট জুড়ে থাকবে বিকল্প চাষবাসের কথা।

হাইকোর্টের রায়ে পরিষদীয় সচিব পদটাই বাতিল হয়ে গেল। শুভাশিসের অবশ্য বিরাট কোনও আক্ষেপ আছে বলে মনে হল না। বললেন, 'ওটা আইনের ব্যাপার। আইনের লোকেরা বলতে পারবেন। আমি তো নিজে থেকে হতে যাইনি। যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে, পালন করার চেষ্টা করেছি। ওই পদটা নেই বলে মাথার উপর আকাশ ভেঙে পড়ল, এমন তো নয়। যা করতাম, তাই করব। বাঁকুড়ার মাটিতে প্রথাগত চাষের পাশাপাশি বিকল্প চাষটা খুব জরুরি। যখন পরিষদীয় সচিব হইনি, তখনও এটার জন্য সারাদিন পরিশ্রম করে গেছি। পেঁয়াজ থেকে আঙুর, বিভিন্ন প্রজাতির ধান, সূর্যমুখী, যে মাটিতে যেটা সম্ভব, করে দেখিয়েছি। যে যে দপ্তর থেকে টাকা আনার দরকার হয়েছে, এনেছি। কোথাও কোনও কাজ তো আটকে থাকেনি। কাজ করতে চাইলে এবং কাজ করতে জানলে চেয়ারটা খুব জরুরি নয়। চেয়ার না থাকলেও কাজ করা যায়। আবার কাজ করতে না জানলে অনেক ক্ষমতাবান চেয়ারে বসেও তা করা যায় না। বুঝতে বুঝতেই বছর পেরিয়ে যায়।'

অবশেষে ডি এম বদল হাফ ছেড়ে বাঁচল বাঁকুড়া

প্রথম পাতার পর

কখনও নিজের হাতে হকারদের স্টলের সব জিনিস নির্মমভাবে আছড়ে ফেলেছেন রাস্তায়। কখনও তাঁর অন্যায় আবদার না মানায় জেলে ভরেছেন জেলার প্রথমসারির স্কুলের নিরীহ হেডমাস্টারকে। কখনও অসহায় চাষীদের উপর নির্মমভাবে লাঠি চালানো হয়েছে তাঁরই নির্দেশে। বিরোধী রাজনৈতিক কর্মীদের মিথ্যা মামলায় ফাসানোর হুমকি দিয়েছেন। শুধু হুমকিতে না থেমে কাজেও করে দেখিয়েছেন। তাঁর সৌজন্যেই এখনও হাজারের উপর মানুষ এলাকাছাড়া। কখনও অবৈধ খাদানে দেড়শো শ্রমিকের মৃতদেহ মাটি দিয়ে চাপা দিয়ে প্রমাণ লোপাট করেছেন। কখন্ও অবাধে ভোট লুটের ব্যবস্থা করেছেন। যৌথ বাহিনী এলেও নানা 'লোভনীয় উপাদান' দিয়ে বসিয়ে রেখেছেন। এমন নানা অভিযোগ ভেসে বেড়াত এই জেলাশাসকের নামে।

এস পি বিদায় নিয়েছেন আগেই। এবার বিদায় নিলেন ডি এম। আপাতত হাফ ছেড়ে বাঁচল বাঁকুড়া।

হাইকোর্টের রায়ে পরিষদীয় সচিবের পদ ছাড়তে হচ্ছে শুভাশিস, অরূপকে

প্রথম পাতার পর

হাইকোর্টের এই রায়ের পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার কী অবস্থান নেবে, তা এখনও পরিষ্কার নয়। একটি অংশ মনে করছে, এই রায়ের বিরুদ্ধে সরকার সুপ্রিম কোর্টে যাবে। আরেকটি মহলের মতে, সুপ্রিম কোর্টে গেলেও হারতে হবে। অন্য দু একটি রাজ্যে এই চেষ্টা করে হারতে হয়েছে।

আপাতত, এই দুজনের পুনর্বাসনের কথা ভাবা হচ্ছে। কোনও সরকারি বা আধা সরকারি নিগমের চেয়ারম্যান করা যায় কিনা, সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। শুভাশিস অবশ্য কমিউনিটি এরিয়া ডেভলপমেন্ট অথরিটিফ্ট র (সি এ ডি এ) চেয়ারম্যান আছেন। তাঁর জন্য হয়ত পুনর্বাসনের দরকার হবে না। অরূপ খাঁ-কে পরিবহন পরিকাঠামো উন্নয়ন পর্ষদের চেয়ারম্যান করার কথা ভাবা হচ্ছে।

জেলা সম্পাদকমণ্ডলী নতুন মুখ প্রতীপ সুনীল, শেখর

প্রথম পাতার পর

এবার রাজ্য কমিটিতেও নেই। প্রাক্তন মন্ত্রী উপেন কিস্কু ও সুহৃদ দাশগুপ্তকেও রাখা হয়নি সম্পাদকমণ্ডলীতে।

তবে, তিনজন নতুন মুখ নেওয়া হয়েছে। তাঁরা হলেন প্রতীপ মুখার্জি, শেখর ভট্টাচার্য ও সুনীল হাঁসদা। প্রতীপবাবু প্রাক্তন অধ্যাপক, দীর্ঘদিনের কাউন্সিলর। এবার বাঁকুড়া সদর জোনাল কমিটির সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন। শেখর ভট্টাচার্য ছিলেন সোনামুখী জোনাল কমিটির সম্পাদক। সুনীল হাঁসদা ছিলেন তালডাংরা জোনাল কমিটির সম্পাদক। দুজনেরই তিনটি করে টার্ম হয়ে যাওয়ায় তাঁরা জোনাল সম্পাদকের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি নেন। তাঁদের আনা হল জেলা সম্পাদকমণ্ডলীতে।

জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা হলেন: অজিত পতি, দেবলীনা হেমব্রম, নকুল মাহাতো, ষড়ানন পান্ডে, মনোরঞ্জন বসু, মনোরঞ্জন পাত্র, কিঙ্কর পোশাক, তরুণ সরকার, তাপস চক্রবর্তী, সৌমেন্দু মুখার্জি, সুনীল হাঁসদা, প্রতীপ মুখার্জি, শেখর ভট্টাচার্য।

আপনিই রিপোর্টার

রাঢ় আলাপনে বাঁকুড়া জেলার নানাপ্রান্তের খবরকে স্বাগত জানাই। কিন্তু বিভিন্ন প্রত্যন্ত এলাকায় কী হচ্ছে, অনেক সময় জানা যায় না।
আপনার এলাকার খবরকে আপনিই তুলে ধরুন। আপনিই হয়ে যান স্থানীয় রিপোর্টার। এলাকার বিভিন্ন সমস্যা, অনুষ্ঠান, কর্মসূচির কথা লিখে জানান।
আরও নানা বিষয় নিয়ে সুন্দর সুন্দর ফিচার পাঠাতে পারেন।
লেখার সঙ্গে নিজের ফোন নম্বর পাঠালে ভাল হয়।
ই মেল: aalaapan123@gmail.com

এই সুচিত্রাও কি স্বেচ্ছা নির্বাসনে গেলেন!

কল্যাণ মিত্র, *বাঁকুড়া*

কিষেনজির মৃত্যুর পর মহাকরণে এসে আত্মসমর্পন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্র সমর্পনের কথা বলেন। তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি দেওয়া হয়।

এক সুচিত্রা ছিলেন স্বেচ্ছা নির্বাসনে। এই সুচিত্রাও অনেকটা সেই রকমই। তিনিও সেই যে গেছেন, আর ফেরেননি। কবে ফিরবেন, কেউ জানেন না।

প্রথম সুচিত্রা হলেন সুচিত্রা সেন। তাঁর স্বেচ্ছা নির্বাসনের কথা সবাই জানেন। দ্বিতীয় সুচিত্রা হলেন সুচিত্রা মাহাতো। তাঁকে নিয়েও বেশ সমস্যায় জেলার পুলিশ প্রশাসন।

একসময় জঙ্গলমহল দাপিয়ে বেড়িয়েছেন এই সুচিত্রা। বন্দুক চালানো থেকে শুরু করে নানা বিষয়ে পারদর্শী। প্রথমে বিয়ে হয় ছত্রধর মাহাতোর দাদা শশধর মাহাতোর সঙ্গে। শশধর মারা যাওয়ার পরেও মাওবাদী স্কোয়াডেই ছিলেন এই জঙ্গি নেত্রী। কিষেনজির শেষ লড়াইয়েও তাঁর সঙ্গে ছিলেন এই সুচিত্রা।

কিষেনজির মৃত্যুর পর মহাকরণে এসে আত্মসমর্পন করেন। মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে অস্ত্র সমর্পনের কথা বলেন। তাঁকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার জন্য পুলিশ কনস্টেবলের চাকরি দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন ছিলেন বাঁকুড়া পুলিশ লাইনে।

তাঁর উপর আক্রমণ হতে পারে ভেবে নিরাপত্তার ঘেরাটোপে রাখা হয়। এরপর সুচিত্রার বিয়ে হয় কোতুলপুরের তৃণমূল নেতা প্রবীর গরাইয়ের সঙ্গে। সেই প্রবীর জেলা পরিষদের ভোটে দাঁড়ালেন। জিতলেন। সুচিত্রার ইচ্ছে হল, শ্বশুরবাড়িতে যাবেন। পুলিশ তাঁকে ছুটিও দিল। লোকসভা ভোটে স্বামী প্রবীরের পাশে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন, কাগজে সেই ছবিও বেরোলো। সেই যে গেছেন, আর ফেরেননি। এদিকে, কোতুলপুরেও তাঁর জন্য রয়েছে নিরাপত্তা। শ্বশুর বাড়ির বাইরে সবসময় ছজন রাইফেলধারী পুলিশ। পুলিশ মহলের বক্তব্য, তিনি ডিউটি না করেও মাইনে তুলে যাচ্ছেন। তার উপর তাঁর জন্য তাঁর শ্বশুরবাড়িতে বিশেষ নিরাপত্তাও দিতে হয়েছে। কবে তিনি ফিরবেন, জানতে চাওয়া হয়েছিল। সুচিত্রা নির্দিষ্ট করে কিছুই জানাননি।

পুলিশ কর্তারা পড়েছেন সমস্যায়। আর দশজনের সঙ্গে তাঁর বিষয়টি আলাদা। স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে চাকরি দিয়েছেন। ফলে, সুচিত্রাকে কাজে যোগ দেওয়ার নির্দেশও দিতে পারছেন না। কী করা উচিত জানতে চেয়ে বাধ্য হয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকে চিঠি পাঠিয়েছেন আই বি কর্তারা।

প্রবাসের চিঠি

কর্মসূত্রে জেলার বাইরে থাকেন? রাজ্য, এমনকি দেশের বাইরে থাকেন? বাঁকুড়া জেলার কথা মনে পড়ে? বাঁকুড়ার নানা ঘটনা নিয়ে কলম ধরতে ইচ্ছে করে?

যাঁরা বাইরে থাকেন, তাঁদের কথা ভেবেই জুলাই থেকে চালু হচ্ছে নতুন বিভাগ 'প্রবাসের চিঠি'। প্রবাসীরা নিজেদের নানা অনুভূতির কথা, স্মৃতির কথা লিখে জানাতে পারেন। অণু গল্পও পাঠাতে পারেন। ইমেলে বাংলা ওয়ার্ডে বা পিডিএফে পাঠাতে পারেন। ফেসবুকেও মেসেজের আকারে পাঠাতে পারেন। বাংলা টাইপে অভ্যস্থ না থাকলে রোমান হরফেও লিখতে পারেন। ই মেল: aalaapan123@gmail.com

খোলা চিঠি সুচিত্রা মাহাতোকে

যাবজ্জীবন কারাদন্ড হল ছত্রধর মাহাতোর। কেন এই পরিণতি হল ছত্রধরের? কেন মুখ ফিরিয়ে নিল সরকার? নিরাপত্তার ঘেরাটোপে থাকা সুচিত্রা মাহাতোকে খোলা চিঠি। জঙ্গল মহল থেকে সেই চিঠি লিখলেন মধুসূদন মাহাতো।

কিষানজি বেঁচে থাকলে তাঁকেই লিখতাম এই চিঠি। তাঁর অবর্তমানে আপনার উদ্দেশ্যে এই লেখা। আপনার একসময়ের আপনজন এবং দেবর ছত্রধর মাহাতোরজন্য এই লেখা। জঙ্গলমহলে পরিবর্তনে আপনি সহায়ক ছিলেন। আপনি জঙ্গলের জীবন ছেড়েছেন। গণ আদালতে অন্যদের মৃত্যুদন্ড দেওয়া ছেড়েছেন। আপনাকে ধন্যবাদ।

আপনার প্রথম স্বামীর বুলেট-বিদ্ধ দেহ এখন আপনাকে আর ভাবায় না। ঝিলিমিলির হরেন বাস্কের বিধবা বউয়ের কান্না আপনার মনে নেই। পিঁড়াকাটার গভীর জঙ্গলের রাস্তাগুলো আপনার কাছে এখন ঝাপসা। রামেশ্বরপুরে আপনাদের তৈরি ইট-সিমেন্টের সেল্টার এখনও আছে। লক্ষ্মণপুরের জঙ্গল এখন আপনার ঠিকানা নয়। আপনি এখন কোতুলপুরের তৃণমূল নেতার ঘরণি।

জঙ্গল মহল থেকে আধা সামরিক বাহিনী এখনও তোলা হয়নি (যেটা জহলমহলের মূল দাবি ছিল)। বলা হচ্ছে, আপনার পরিচিত বীরকাঁড়ের মনোজ মাহাতো, অসিত মাহাতোরা আর পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি করে না। ব্লকে ব্লকে ওই কমিটিগুলো আর নেই। ওই কমিটির নেতাদেরও আর দেখা মেলে না। আপনাদের সেই সময়ের 'পাশে থাকা' মেধা পাটেকার, অগ্নিবেশ বা অন্য বুদ্ধিজীবীরা (!) আর একদিনও জঙ্গল মহলে পা ফেলেননি।

আপনার পরিচিত বীরকাঁড়ের মনোজ মাহাতো, অসিত মাহাতোরা আর পুলিশি সন্ত্রাস বিরোধী জনগণের কমিটি করে না। ব্লকে ব্লকে ওই কমিটিগুলো আর নেই। ওই কমিটির নেতাদেরও আর দেখা মেলে না। আপনাদের সেই সময়ের 'পাশে থাকা' মেধা পাটেকার, অগ্নিবেশ বা অন্য বুদ্ধিজীবীরা (!) আর একদিনও জঙ্গল মহলে পা ফেলেননি।

আপনি মমতার পছন্দের বরের গলায় পুনরায় মালা দিয়েছেন। হয়ত দিদির কাছে কনে-পনও মিলেছে। আপনাকে ঘিরে যে নিরাপত্তা বলয়, তা নাকি মন্ত্রীদেরও থাকে না। তা যাক, সুখে থাকুন। তবে প্রশ্ন আপনার পিছু ছাড়বে না। আপনি যাদের জন্য এবং যাদের কথা বলে রাইফেল কাঁধে গৃহত্যাগ করেছিলেন, সেই গরীব মানুষগুলো এখন কেমন আছে? খোঁজ নিন, জঙ্গল মহলের কৃষক কেমন আছে । কিশান ক্রেডিট কার্ড কজনের হয়েছে? সেখান থেকে আদৌ কিছু পাওয়া যায়? কটা কিশান মান্ডি হল? মহুল কুড়ানি মেয়েরা কেমন আছে? কেন কেন্দুপাতায় আবার ফিরে এল মহাজনি কারবার? কেন ল্যাম্পসগুলো ধুঁকছে? কেন নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি আদিবাসী তপশিলি হোস্টেলগুলি বন্ধ হয়ে গেল? কেন অর্ধেক হয়ে গেল মহিলা গ্রুপের সংখ্যা? কেন একশো দিনের কাজের মজুরি মিলছে না? কেন আবার নামাল খাটতে যাওয়া শুরু হচ্ছে?

আপনি দেখে যান, আপনার প্রাক্তন দেওর ছত্রধর বড়ই অসহায়। আপনার দিদি সিবিআই আটকাতে কোটি কোটি টাকা আসামী মদনের পেছনে খরচ করে যাচ্ছেন। ছত্রধরের বেলায় একটুও সহানুভূতি নেই? শেষ কথা, জনগণের কথা ছেড়ে দিলাম। যারা আপনাদের নির্দেশে গাছ কেটেছে, রাস্তা কেটেছে, হামলা করেছে, আগুন লাগিয়েছে, গণ আদালত বসিয়ে শয়ে শয়ে খুন করেছে, তাদের কি হল? তাদের জন্য তো কোনও পুনর্বাসন প্যাকেজ নেই। তাদের জন্য চাকরিও নেই, মহাকরণও নেই, সাধের দিদিও নেই।

এখন অখন্ড অবসর। ভাবার অফুরন্ত সময়, তাই ভাবুন। যে বিপ্লবের ডাক দিয়েছিলেন, সেই বিপ্লবের কী হল? যাদের ভরসায় পরিবর্তনের আওয়াজ তুলেছিলেন, তারা কতটা বিশ্বস্ত? যাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করেছিলেন, তাদের কাছ থেকে বাঁচতে আজ পুলিশের ঘেরাটোপে বন্দী থাকতে হচ্ছে কেন? এই জীবনটাই চেয়েছিলেন তো? ভালো থাকুন, সতর্ক থাকুন।

অণু গল্প

রাঢ় আলাপনে সাহিত্য বিভাগকেও গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। ছড়া, অণু গল্প ও রম্য রচনা ছাপা হবে। ১৫০ থেকে ২০০ শব্দের মধ্যে অণু গল্প পাঠাতে পারেন।

ছড়া সর্বোচ্চ ১২ লাইন।

ঠিকানা: রাঢ় আলাপন, কল্যাণী ভবন, কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া, ৭২২১০১।

ই মেল: aalaapan123@gmail.com

বর্ষায় ভিজতে আসুন মুকুটমণিপুরে

সন্তু বিশ্বাস

বৃষ্টির এখনও দেখা নেই। আসব আসব করেও সে আসছে না। এই শুনছি, কেরলে নাকি এসেছে। কেরলে এসেছে শুনে আমরা কী করব? এখন কেরল বা বাংলা কোথাও বাম সরকার নেই। তাই কেরল বললে তেমন আত্মীয়ও মনে হয় না। বরং, কিছুটা সমব্যথী মনে হয়।

এই বাংলায় বৃষ্টি কবে আসবে? 'প্রখর দারুণ অতি দীর্ঘ দগ্ধ দিনে' রুক্ষমাটির বাঁকুড়া যেন এটাই জানতে চায়। আজ না হোক কাল, সে আসবে নিশ্চয়। তখন কী করব? মুখ ব্যাজার করে ঘরে বসে থাকব? জানলা দিয়ে বৃষ্টির ছবি তুলে স্টেটাস আপডেট দেব? নাকি গেয়ে উঠব 'মন মোর মেঘের সঙ্গী, উড়ে চলে দিক দিগন্তের পানে'।

বর্ষা যখন কড়া নাড়ছে, তখন চুপি চুপি একটা ঠিকানা বলব? বর্ষার আভাস পেলেই চলে আসুন মুকুট মণিপুরে। এখানে সবাই শীতকালে ভিড় করে। পুজো থেকে আর জায়গাই পাওয়া যায় না। প্রায় জানুয়ারি পর্যন্ত এই ভিড় চলে। অল্প কয়েকটি হোটেল, তার উপর সারা বছর ট্যুরিস্ট নেই। ভরসা বলতে এই তিন-চার মাস। এই কদিনেই সারা বছরের খরচ তুলতে হয়। ফলে, ভাড়াও অনেকটাই বেশি।

কেন যে লোকে বর্ষায় এখানে আসে না! একবার ভাবুন তো, জলাধারে জল থইথই করছে। বাঁধানো ওই পাড় দিয়ে আপনি হেঁটে যাচ্ছেন। গুড়ি গুড়ি বৃষ্টি পড়ছে।

বর্ষা যখন কড়া নাড়ছে, তখন চুপি চুপি একটা ঠিকানা বলব? বর্ষার আভাস পেলেই চলে আসুন মুকুট মণিপুরে। এখানে সবাই শীতকালে ভিড় করে। পুজো থেকে আর জায়গাই পাওয়া যায় না। প্রায় জানুয়ারি পর্যন্ত এই ভিড় চলে। অল্প কয়েকটি হোটেল, তার উপর সারা বছর ট্যুরিস্ট নেই। ভরসা বলতে এই তিন-চার মাস।

মনের সুখে রবি ঠাকুরের যত বৃষ্টির গান আছে, আপনি উজাড় করে দিচ্ছেন। ভাড়ারে টান পড়লে কিশোর থেকে মান্না, সুমন থেকে রূপঙ্কর, যে গান মনে পড়ছে, তাই গাইছেন।

আমরা বৃষ্টি ভিজতে যেন ভুলেই গেছি। অনেকদিন আগে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির একটা দেওয়ালে লেখা ছিল, 'হাতে যদি মোবাইলটা না থাকত, নিশ্চিন্তে ভিজতে পারতাম।' আমাদের না ভিজতে চাওয়ার একটা মস্তবড় কারণ কিন্তু এই মোবাইল। এই যন্ত্রটি সারাক্ষণ যতই ফেসবুক বা হোয়াটস আপে ব্যস্ত থাকুক, আসলে এই যন্ত্রটিই কিন্তু আমাদের সবথেকে বেশি বেরসিক করে তুলেছে। তাই প্লিজ, মোবাইলটা হোটেলে রেখে আসুন।

ছবি তুলতে চান? সে না হয় কোনও এক সময় তুলে নেবেন। সবজান্তা গুগল তো আছে। সেখানে সার্চ মারলেই হল। কত ছবি চান? সব সময় যন্ত্রটা বয়ে বেড়ানোর কী দরকার? মনে রাখবেন, আপনাকে মোবাইলে না পাওয়া গেলে মোদি আর শেখ হাসিনার স্থলসীমান্ত চুক্তি আটকে থাকবে না। আপনাকে হোয়াটস আপে না পেলে আপনার বান্ধবীও উদাস হয়ে বসে থাকবে না। তার সঙ্গে চ্যাট করার আরও অনেকে লাইন দিয়ে আছে।

তাহলে, মোবাইলটা হাতে রেখে বেরিয়ে পড়ুন ওই রাস্তা ধরে। জানেন তো, এটা এশিয়ার দীর্ঘতম মাটির বাঁধ। মাইলের পর মাইল হেঁটে যান। শুধু জল আর জল। দরকার হলে একটা মোটর চালিত ভ্যান রি'া নিতে পারেন। ঘুরে আসুন একেবারে পরেশনাথ মন্দিরের দিকে। জায়গাটা এমনিতেই সুন্দর। তার সঙ্গে আরও একটু সুন্দর করে সাজানো হয়েছে।

একটু বৃষ্টি পড়লে, পড়ুক না, ক্ষতি কী? ডাক্তার যা বলছে, বলুক । মনের আনন্দে ভিজলে কিচ্ছু হয় না। যদি হয়ও, কী আর হবে! বড়জোর একটু সর্দি। ও নিজে নিজে হয়, নিজে নিজেই সারে। সামান্য সর্দির ভয়ে এমন মুহূর্তগুলো হাতছাড়া করবেন? তাহলে, আর দেরি নয়। মনে মনে তৈরি থাকুন। মেঘ দেখলেই, একটু টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস পেলেই বেরিয়ে পড়ুন। রুক্ষ মাটির দেশ আপনাকে ভেজার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে।

শুভেন্দুর বদলে তৃণমূলের দায়িত্বে এলেন অভিষেক

আলাপন প্রতিনিধি: বাঁকুড়া জেলার সংগঠন এবার থেকে দেখবেন অভিষেক ব্যানার্জি। অন্য কারও হাতে না ছেড়ে, এই জেলাকে নিজের ভাইপোর হাতেই ছাড়লেন তৃণমূল নেত্রী। তবে সাংগঠনিক কাজে তাঁকে সাহায্য করবেন আরেক সাংসদ কল্যাণ ব্যানার্জি।

মাত্র ছ মাসে তিন বার দায়িত্ব বদল। আগে বাঁকুড়া জেলার সংগঠনের দায়িত্বে ছিলেন মুকুল রায়। জেলার সংগঠনটা হাতের তালুর মতোই চিনতেন। গত বিধানসভা, পঞ্চায়েত ও লোকসভায় সাফল্যও এসেছিল। কিন্তু নেত্রীর সঙ্গে মুকুল রায়ের দূরত্ব তৈরি হওয়ায় তাঁকে সাংগঠনিক দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। মাস ছয়েক আগে তাঁর বদলে দায়িত্ব দেওয়া হয় শুভেন্দু অধিকারিকে। পুরভোটেও পর্যবেক্ষক ছিলেন শুভেন্দুই।

পুরভোটে বোর্ড গঠনের পর সাংগঠনিক স্তরে রদবদল করেন তৃণমূল নেত্রী। শুভেন্দুকে দেওয়া হয় মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর দিনাজপুরের দায়িত্ব। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুরের দায়িত্বে নেত্রীর ভাইপো অভিষেক বানার্জি।

নির্বাচনী প্রচারের কাজে অভিষেক কয়েকবার বাঁকুড়ায় এলেও জেলার ভূগোল ও সংগঠন সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারনাই নেই। এমনটাই মনে করছেন জেলার নেতারা। তাঁরাও বেশ বিভ্রান্ত। এক জেলা

দায়িত্ব বাড়ল অমিয় পাত্রর

আলাপন প্রতিনিধি: দলের মধ্যে অনেকটাই দাযিত্ব বাড়ল অমিয় পাত্রর। ফলে, বাঁকুড়া জেলার সংগঠনের দৈনন্দিন কাজে নিয়মিত তাঁকে পাওয়া যাবে না। সপ্তাহে অন্তত চারদিন তাঁকে কলকাতায়, আলিমুদ্দিন স্ট্রীটের সদর দপ্তরেই বসতে হবে।

রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীতে এসেছেন তিন বছর আগেই। বাঁকুড়ার জেলা সম্পাদকের পদ থেকে এবছরই অব্যাহতি নিয়েছেন। দলের নতুন নির্দেশিকা অনুযায়ী, কেউই টানা তিনবারের বেশি জেলা সম্পাদক থাকতে পারবেন না। দুই দশকের বেশি সময় ধরে জেলা সম্পাদক থাকা অমিয় পাত্র সরে দাঁড়িয়েছেন। নতুন জেলা সম্পাদক হয়েছেন অজিত পতি। সম্প্রতি, সিপিএম সিদ্ধান্ত নিয়েছে, রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসেবে যাঁরা আছেন, তাঁরা আর জেলায় কাজ করবেন না। তাঁদের বেশি সময় দিতে হবে রাজ্য দপ্তরে। রাজ্য দপ্তর থেকেই তাঁরা আরও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলাবেন।

অমিয় পাত্রর মতোই পশ্চিম মেদিনীপুরের দীপক সরকার, মুর্শিদাবাদের নৃপেন চৌধুরি, বীরভূমের রামচন্দ্র ডোমরাও থাকবেন রাজ্য দপ্তরে। তাঁদের দলীয় সদস্যপদও আর জেলা থেকে হবে না। সদস্যপদ নিতে হবে রাজ্য দপ্তর থেকে। রাজ্যস্তরে আরও বেশি করে ব্যবহার করা হবে সম্পাদকমণ্ডলীতে থাকা এই নেতাদের। বিভিন্ন জেলায় সাংগঠনিক কাজে যেমন পাঠানো হবে, তেমনি কাউকে পাঠানো হবে টিভি চ্যানেলের আলোচনায়। কোনও এলাকায় সমস্যা হলে বা কেউ আক্রান্ত হলে সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্যরা যেন দ্রুত সেই এলাকায় পৌঁছে যেতে পারেন, এই কারণেও দলীয় সদর দপ্তরেই রাখা হচ্ছে।

গ্রাহক হোন

এবার আপনিও ঘরে বসেই রাঢ় আলাপনের গ্রাহক হতে পারেন। আপনি যেখানেই থাকুন, ডাকযোগে আপনার কাছে কাগজ পৌঁছে যাবে। নিজের ঠিকানা ফোনে বা এস এম এসে পাঠিয়ে দিন। ফোন নম্বর — ৯৮৭৪৮২৪২৭৫ ইমেল বা ফেসবুকেও ঠিকানা জানাতে পারেন। জুলাই মাস থেকে নিয়মিত পাঠানো হবে। জুন মাসের মধ্যে নাম নথিভুক্ত করুন। আপাতত জুলাই থেকে ডিসেম্বর, এই ছমাসের জন্য গ্রাহক করা হচ্ছে। ৬ মাসের জন্য গ্রাহক চাঁদা ৫০ টাকা (পূজা সংখ্যা ও ডাকমাশুলসহ)।। গ্রাহক চাঁদা এখনই না দিলেও চলবে। আগে পড়ুন, ভাল লাগলে, তবেই দেবেন।

দুঃখিত, সৌজন্য দেখাতে পারছি না

স্বরূপ গোস্বামী

কেউ মারা গেলে, তাঁর সম্পর্কে অনেক ভাল ভাল কথা বলতে হয়। কেউ কর্মক্ষেত্র থেকে অবসর নিলে, বা কারও বদলি হলে, তখনও সেই এক রেওয়াজ। মন সায় দিক আর না দিক, বানিয়ে বানিয়ে অনেক ভাল কথা বলতে হয়। 'লোকটা খুব ভাল ছিল' এমন একটা কোরাসে গলা মিলিয়ে ফেলা হয়ত কিছুটা সংক্রামক। হয়ত আপনা আপনিই এসে যায়। বিদায়বেলায় মনও হয়ত সেই তিক্ততা ভুলে যেতেই চায়।

খুব ভাল হত, বিদায়বেলায় বিজয় ভারতী সম্পর্কেও আমরা যদি এই কথাগুলো বলতে পারতাম। যদি তাঁর সব অপকর্মগুলোকে ভুলে যেতে পারতাম। স্মৃতি নিজের নিয়মেই ফিকে হয়ে আসে। সময় অনেককিছুর উপরে প্রলেপ দিয়ে যায়। কিন্তু বিদায়ী জেলাশাসকের কথা মনে থাকবে, অনেকদিন। কারণ, এর আগে এই জেলায় এমন ডি এম সত্যিই আসেননি।

সেই দু দশক আগে ডি এম হয়ে এসেছিলেন রিনা বেঙ্কটরামন। এখনও ডি এম বললে, সবাই তাঁর কথাই বলেন। কেন, জানি না। হয়ত যত না যুক্তি, তার থেকে বেশি আবেগ। হয়ত যতটা ঘটনা, তার থেকে বেশি মিথ। কিন্তু এই মিথটা বেঁচে আছে। বেশ শ্রদ্ধার সঙ্গেই বেঁচে আছে। মুখ থেকে মুখে ছড়িয়েও গেছে। বিজয় ভারতী সম্পর্কেও কিছু মিথ থেকে যাবে, তবে তা গর্বের নয়, লজ্জার।

সরকারি দলের একটা চাপ থাকে, এটা ধ্রুব সত্য। বাম আমলে ছিল না, এমন ভাবার কোনও কারণ নেই। এই আমলে আরও নির্লজ্জভাবে থাকবে, এ নিয়েও কোনও দ্বিমত নেই। তাই বলে একটা মানুষের মেরুদন্ড বলে কিছুই থাকবে না? নত হতে বললে নতজানু হয়ে যেতে হবে? বাইরের মানুষের কথা ছেড়ে দিন, নিজের সহকর্মীদের শ্রদ্ধা তিনি কতটুকু পেয়েছেন? সত্যিই কি কনস্টেবল বা ওসি-দের বা বিভিন্ন আমলাদের 'স্যার' হওয়ার মতো যোগ্যতা তাঁর ছিল?

একের পর এক কান্ড কারখানা বলতে গেলে শেষ হবে না। রাঢ় আলাপনের পুরানো সংখ্যাগুলো একটু ঘাঁটুন। তিনের পাতায় লালকার্ড বিভাগটায় চোখ রাখুন। অনেক রকম নমুনা পেয়ে যাবেন। একজন আই এ এস অফিসার, একজন জেলাশাসককে লালকার্ড দেখানো খুব

শোভনীয় নয়। কিন্তু কী আর করা যাবে, প্রায় প্রতি সপ্তাহে তিনি এমন এমন কান্ড করেছেন, না দেখিয়ে পারা যায়নি। প্রমাণের অভাব ও শালীনতার কারণে অনেক বিষয়কে সামনে আনাও হয়নি। যেটুকু বেরিয়েছে, তা হিমশৈলের চূড়ামাত্র।

তাঁর সান্ধ্য আসর নিয়ে যত কম বলা যায়, ততই ভাল। রুচিতে বাধে। তবে লোক মুখে মুখে তা প্রচারিত। মোটেই অতিরঞ্জন নয়। বরং, যা রটে, তার থেকে অনেক বেশি কিছুই ঘটে। হয়ত কেউ বলবেন, ব্যক্তিগত বিষয়। ঠিক তাও নয়। সরকারি অনুষ্ঠানে গিয়ে কেউ যদি মাটিতে গড়াগড়ি খায়, তখন সেটা আর 'ব্যক্তিগত' থাকে না।

মানুষটাকে কখনও চোখেও দেখিনি। ফোনেও কথা বলিনি। ব্যক্তিগত কোনও অভিজ্ঞতাই নেই। তাই ব্যক্তিগত রাগ থাকারও কোনও কারণ নেই। কিন্তু যখনই একের পর এক কান্ড শুনেছি, তত বেশি করে স্বাভাবিক শ্রদ্ধাটুকুও হারিয়েছি। ভেবেছি, রটনা। বিস্তারিত খোঁজ নিতে গিয়ে যা জেনেছি, তা আরও ভয়ঙ্কর। যে জেলা স্কুল আজ সারা রাজ্যের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে, দু বছর আগেও সেই জেলা স্কুল থেকে উচ্চ মাধ্যমিকে প্রথম দশে পাঁচজন জায়গা পেয়েছিল। ঠিক তার কয়েক মাস আগে সেই জেলা স্কুলের নিরীহ হেডমাস্টার মশাইকে জেলে ভরলেন। কলঙ্কিত করলেন। দু'মাস তাঁকে থাকতে হল জেলের ভেতর। যতদূর শুনেছি, সেই মানুষটা মানসিক ভারসাম্যই হারিয়ে ফেলেছেন।

পঞ্চায়েত ও লোকসভা। দুটি নির্বাচনই কার্যত প্রহসন হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁর জন্য। চার পাঁচটি ব্লকে প্রশাসন বলে কোনও বস্তুই ছিল না। সে সব জায়গায় কেউ নমিনেশনটুকুও তুলতে পারেননি। আর লোকসভায় (বিশেষ করে বিষ্ণুপুরে) যা হয়েছে, তা প্রহসন ছাড়া আর কী? কেন্দ্রীয় বাহিনী এল, তিনি তাঁদের এমন লোভনীয় উপাদান দিলেন, সেই বাহিনী আর কোথাও গেল না। ভাবতে পারেন, বাঁকুড়া জেলার বাইশটি কলেজের একটিতেও নির্বাচন করানো যায়নি! স্থানীয় মানুষদের দাবি, মেজিয়ায় প্রায় দেড়শো জন শ্রমিক বেআইনি খাদানে মাটি চাপা পড়ে মারা গেলেন। অথচ, প্রশাসন ব্যস্ত রইল প্রমাণ লোপাট করার কাজে। সৎ সাহস থাকলে, আজও সেই মাটি খুঁড়ুন। স্থানীয় মানুষদের দাবি, অন্তত শতাধিক মৃতদেহ পাওয়া যাবে। নানা কারণে প্রচার পেল না। নইলে, এতবড় মাপের কেলেঙ্কারি, গোটা দেশে হইচই পড়ে যাওয়ার কথা। যেখানে যখন দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে, সেই দুর্নীতিকে ধামাচাপা দিতেই বেশি ব্যস্ত থেকেছেন জেলাশাসক।

অন্তত চার পাঁচটি ব্লকে হাজারের উপর পরিবার ঘরছাড়া। অভিযুক্তকে ছোঁয়ার ক্ষমতা নেই, উল্টে আক্রান্তকেই মিথ্যে মামলা সাজিয়ে জেলে ভরা হয়েছে। থানায় থানায় যোগ্য অফিসারদেরও কাজ করতে দেননি। পুলিশের মেরুদন্ডটাই ভেঙে দিয়েছেন ডিএম-এসপি-র জগাই মাধাই জুটি (এখনকার এস পি নন, আগের এস পি, মুকেশ কুমার)। নির্লজ্জ স্তাবকতার নজির গড়ে গেলেন এই জগাই-মাধাই জুটি।

তাই তাঁর বদলিতে দুঃখ নয়, স্বস্তি আছে। নদীয়ার মানুষদের জন্য কিছুটা করুণা হচ্ছে। জানি, চরিত্র বদলানোর নয়। তবু, যেখানেই থাকবেন, ভাল থাকবেন। আই এ এস হওয়াটাই তো শ্রদ্ধা পাওয়ার একমাত্র যোগ্যতা নয়। শ্রদ্ধা কাজের মধ্যে দিয়ে অর্জন করতে হয়। এমন মানুষদের বিদায়ে 'ভাল ভাল' কথা আসে না। এমন মেকি 'সৌজন্য' দেখালে ইতিহাসের কাছে বোধ হয় অপরাধী থেকে যেতে হয়। তাই গভীর দুঃখ নিয়ে সেই সৌজন্যটুকু শিকেয় তুলে রাখলাম।

ফেসবুকে আলাপন

ফেসবুকে রাঢ় আলাপন বেশ জনপ্রিয়। ভিনরাজ্যের বা ভিনদেশের অনেকেই ফেসবুকেই পড়তে পারেন রাঢ় আলাপন। এমনকি জেলার নানা প্রান্তের মানুষও ফেসবুক থেকেই স্বচ্ছন্দে রাঢ় আলাপন পড়তে পারেন।

আলাপনের নিজস্ব পেজে তো থাকেই। সেইসঙ্গে বাঁকুড়া জেলার সংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রুপে পাওয়া যায় রাঢ় আলাপন। পিডিএফ ফাইল বিভিন্ন গ্রুপে আপলোড করা হয়। ইমেজ ফরমাটেও একেকটি পাতা আপলোড করা হয়।

কম্পিউটার থেকে বা মোবাইল থেকে সহজেই ডাউনলোড করে পড়তে পারেন। ফ্রেন্ড রিকোয়েস্ট পাঠাতে পারেন। আলাপন গ্রুপের সদস্য হতে পারেন। পড়ার পাশাপাশি, ফেসবুকের পাতাতেই বিভিন্ন খবরের বিষয়ে মতামত দিন। রাঢ় আলাপনকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলুন। সার্চ করুন: aalaapan bankura

রাঢ় আলাপনের পক্ষ থেকে স্বরূপ গোস্বামী কর্তৃক কেরানিবাঁধ, লালবাজার, বাঁকুড়া থেকে প্রকাশিত। বাসুলী প্রেস, ছাতনা, বাঁকুড়া থেকে মুদ্রিত। **সম্পাদক: স্বরূপ গোস্বামী।**